দৈনিক বাংলা

তারিখ 24 SEP 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ৬

002

এইচএসসি'র ফল বেরুতে দেরী হবে

।। হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ ।।

বন্যার জন্যে এবছর এইচএসসি পরীক্ষার ফল বেরোতে দেরী হবে। পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্যে শীগগীরই দেশের চারটি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা- (শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

এইচএসসি'র ফল

(১-এর পৃঃ পর)

বোর্ডের চার চেয়ারম্যানের একটি বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। খবর ঢাকা বোর্ডের বিশ্বস্ত সূত্রের।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, ঢাকা বোর্ডের আওতাধীন এলাকার কোন পরীক্ষক এবং প্রধান পরীক্ষকের কাছে কোন খাতা অর্থাৎ উত্তরপত্র বন্যার পানিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমন কোন খবর এখনো পাওয়া যায়নি। আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, বন্যাজনিত কারণে উত্তর-পত্র মূল্যায়নের কোন হেরফের ঘটবে না। বন্যার জন্যে ঢাকার বাইরে ও মহানগরীর অনেক পরীক্ষকের উত্তরপত্র দেখতে দেরী হয়েছে এবং দেরী হচ্ছে। কিন্তু উত্তরপত্রের অবমূল্যায়ন বা তাড়া-হুড়ো করে অসতর্কতার সংগে যেনতেন ধরনের মূল্যায়নের কোন আশংকা নেই।

তিনি জানান, এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হওয়ার নব্বই থেকে একশো দিনের মধ্যে পরীক্ষার ফল প্রকাশের বিধান রয়েছে। গত কয়েক বছর এই নিয়মই পালন করা হয়েছে। সেই হিসেবে অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে মাসের মাঝামাঝি সময়ে ফল প্রকাশ করার কথা। কিন্তু বন্যার জন্যে এ বছর তা সম্ভব হবে না। উল্লেখ্য, দেশের চারটি বোর্ড একই দিনে অভিন্ন রুটিন অনুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এবং একই দিনে চারটি বোর্ডের ফল প্রকাশ করা হয়।

বিশ্বস্ত সূত্র আমাকে জানান, যে খবর তারা পেয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে ঢাকা বোর্ডের এলাকা। প্রায় সকল এলাকার পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক বন্যার ফলে নানা ধরনের অসুবিধা ও জটিলতার শিকার হয়েছেন। অধিকাংশ পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকই বন্যার জন্যে যথাসময়ে কাজ করতে পারেননি।

যোগাযোগ করে বোর্ড জানতে পেরেছেন, অনেক পরীক্ষক বন্যার আগে এবং বন্যার সময়ে উত্তরপত্রের মূল্যায়নের কাজ করেছেন। কিন্তু ডাকযোগে অথবা ব্যক্তিগতভাবে হাতে হাতে নিয়ে তা প্রধান পরীক্ষকের কাছে পৌছাতে পারেননি। আবার বহু পরীক্ষক বানভাসি হয়ে উত্তরপত্র দেখতেই পারেননি। সকল সম্পদের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে তারা এই উত্তরপত্র আগলে রেখেছেন। এখন সেই উত্তরপত্র মূল্যায়ন অর্থাৎ খাতা দেখার কাজ চলছে। প্রধান পরীক্ষক এখন তার কাজ করছেন।

ঢাকা বোর্ডের এই সূত্র জানান কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে। বানভাসি এলাকার অনেক পরীক্ষক খাতা পৌছাতে পেরেছেন বন্যার মধ্যেই প্রধান পরীক্ষকের কাছে। প্রধান পরীক্ষকও তার করণীয় কাজগুলো করে বোর্ডের কাছেই বন্যার মধ্যেই নম্বর জমা দিয়ে গেছেন।

তবে ঢাকা বোর্ডের বিশ্বস্ত সূত্র আমাকে জানান, বন্যাজনিত নানা প্রতিকূলতার পরেও বোর্ড চেষ্টা করছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফল প্রকাশের জন্য।